أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ
وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

… . . .যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন।
যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন।
আল্লাহ পরাক্রান্ত, **প্রতিশোধ** গ্রহণে সক্ষম।
(সুরা মায়ি’দা ৫:৯৫)

Implication of
Surah HUMAZAH
In our daily life

104

Surah Al-Humazah (আল্-হুমাযাহ্)

(The Slanderer – ছিদ্রান্বেষণকারী / পরনিন্দাকারী)

104

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Sura (সূরা)	Al - Humazah (আল্-হুমাযাহ্)
Title (টাইটেল / Other Names)	The Traducer, The Slanderer, The Backbiter / ছিদ্রান্বেষণকারী, পরনিন্দাকারী
# Sura (সূরা নং)	104
Revelation City / Place & Country (অবতীর্ণ শহর / স্থান & দেশ)	Makkah / Makkah-tul-Mukarramah (Saudi Arabia)
Revelation Order (অবতীর্ণের ক্রম নং)	32
# Ayat / verses No. (আয়াত নং)	1 - 9
# Word No. (শব্দ নং)	33 (With Repeated Word)
# Juz (পারা নং)	30
# Ruku (রুকু)	1

" এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহের শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে।

গোনাহ্ তিনটি হচ্ছেঃ

(১) গীবত অর্থ্যাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা, (২) সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা

এবং (৩) অর্থলিপ্সা।

এর মধ্যে প্রথম দু'টি গোনাহ্ হচ্ছে অত্যন্ত জঘন্যতম। "

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই সূরায় এমন কিছু নৈতিক অসৎবৃত্তির নিন্দা করা হয়েছে যেগুলো সবাই খারাপ মনে করে। এই জঘন্য প্রবণতাগুলো পেশ করার পর আখেরাতে এই ধরনের চরিত্রের অধিকারী লোকদের পরিণাম কি হবে তা বলা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) **বলেনঃ** " আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে। " তৃতীয়টি ছিল অর্থলিপ্সা যা আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে - অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে।

অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ্ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক আদায় করা হয় না, কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসা কারণে দ্বীনের জরুরী কাজ বিঘ্নিত হয়।

বিষয়বস্তু ও ফলাফল

যেহেতু দুনিয়ায় এই ধরনের চরিত্রের লোকেরা কখনোবা কোন শাস্তি পায় না বরং উলটো তাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখা যায় তাই আখেরাত অনিবার্যভাবে অনুষ্ঠিত হবেই ।

এখানে জাহেলী যুগের নেতৃত্বের একটি নমুনা পেশ করে লোকদের সামনে যেন এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে,

এই ধরনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কেন ?

Surah Al Humazah

104 : 1/9

6180 / 6236

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

N N P N N

Audio

Waylunl -likulli Humazatinl -Lumazatinh

দুর্ভোগ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে নিন্দাকারীর প্রতি,

Woe to every slanderer and backbiter,

Word No.

1 / 00000 ➤ وَيْلٌ – Woe – (দুর্ভোগ, ধ্বংস , শাস্তি – এভাবে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে)

2 / 00000 ➤ لِّ كُلِّ – to every – (প্রত্যেকের প্রতি)

3 / 00000 ➤ هُمَزَةٍ – Slanderer – (ধিক্কার , গীবতকারী , ছিদ্রান্বেষণকারী)

4 / 00000 ➤ لُّمَزَةٍ – backbiter – (নিন্দা , কুৎসা রটনাকারী)

[অধিকাংশ তফসীরকারীর মতে, Humaza অর্থ পশ্চাতে নিন্দা করা / গীবত এবং Lumaza অর্থ সামনা-সামনি দোষারোপ, মন্দ বলা]

According to Ibn Kathir, the first word refers to Slander by Speech, and the second to Slander by Action

মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ

Humaza অর্থ হাত ও চোখ দ্বারা কষ্ট দেওয়া এবং Lumaza অর্থ মুখ বা জিহবা দ্বারা কষ্ট দেওয়া ।

هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ – এর অর্থ

এখানে মূল শব্দ হচ্ছে (আরবী هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ)। আরবী ভাষায় এই শব্দ দুটি অর্থের দিক দিয়ে অনেক বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছে । এমন কি কখনো শব্দ দুটি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো দু'য়ের পার্থক্য হয় । এখানে যেহেতু দু'টি শব্দ এক সাথে এসেছে এবং "হুমাযাহ " ও "লুমাযাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই উভয় মিলে এখানে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছেঃ

- সে কাউকে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ।
- কারোর প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে অংগুলি নির্দেশ করে ।
- চোখের ইশারায় কাউকে ব্যঙ্গ করে
- কারো বংশের নিন্দা করে ।
- কারো ব্যক্তি সত্তার বিরূপ সমালোচনা করে ।
- কারো মুখের ওপর তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করে ।
- কারো পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায় ।
- কোথাও চোখলখুরী করে এবং এর কথা ওর কানে লাগিয়ে বন্ধুদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় ।
- কোথাও লোকদের নাম বিকৃত করে খারাপ নামে অভিহিত করে ।
- কোথাও কথার খোঁচায় কাউকে আহত করে এবং কাউকে দোষারোপ করে ।

এসব এক সময় ব্যাক্তির অভ্যাসে পরিণত হয় ।

হাদিসঃ

রাসূল(সঃ) বলেছেন- এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে

- তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না,
- তার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে না,
- তাকে অপমান করবেনা।

প্রত্যেক মুসলমানের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তের(জীবনের) উপর হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলমানের উপর হারাম।

তাকওয়া এখানে(অন্তরে)।

কোন ব্যক্তির মন্দ প্রমানিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করে।

(আত-তিরমিযী আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহঃ১৮৭৭)

কোরআনঃ সূরা-হুজুরাতঃ১১-১২

হে ঈমানদারগণ,

- পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রূপ না করে । হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম ।
- আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রূপ না করে । হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম
- তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করো না । এবং
- পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না ।

ঈমান গ্রহণের পর গোনাহর কাজে প্রসিদ্ধ লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার ।

যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।

হে ঈমানদারগণ,

- বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ ।
- দোষ অন্বেষন করো না ।
- আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে । এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে ? দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়
- আল্লাহকে ভয় করো । আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু ।

গীবত শুনলে করনীয়ঃ

- **তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে তাকে সাধ্যমতো বাধা দিতে হবে,**

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করল, তাকে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া আল্লাহতা’য়ালার কর্তব্য হয়ে যায়।”(আহমদ, তাবারানী)

- **গিবতকারীকে ভিন্ন প্রসঙ্গে মশগুল করার চেষ্টা করতে হবে।**

মহানবী (সা.) বলেন, “কারো উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তিকে অপমান করা হলো এবং উপস্থিত ব্যক্তি তাকে সাহায্য করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করল না, কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা তাকে সৃষ্টিকুলের সামনে অপমানিত করবেন।” (আহমেদ, তাবারানী)

- **যদি বাধা দেয়া সম্ভব না হয় তবে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে।**

যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করলো, আল্লাহতা’য়ালা কিয়ামতের দিন তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করবেন।”(ইবনে আবিদ দুন্য়া)।

- **সম্ভব হলে গীবতের মজলিস ত্যাগ করতে হবে অথবা**

“কেউ খারাপ কাজ করে বসলো অথবা নিজের উপর জুলুম করলো, অত:পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও দয়াকারী হিসাবেই পাবে।”(৪: ১১০)

গীবতের ফলঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

তোমরা অপরের গীবত করা থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করো। কারণ, গীবতের ভেতর তিনটি মারাত্মক আপদ রয়েছে,

(এক) গীবতকারী ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না।

(দুই) তার কোনো নেক আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

(তিন) তাকে অসংখ্য পাপরাশির বোঝা বহন করতে হয়। (মুকাশাফাতুল কুলুব)

গীবতের পরিণতি প্রসঙ্গে হাদীসে কুদসীতে এসেছে :

নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দাকে তার আমলনামা খোলা অবস্থায় দেয়া হবে। সে তাতে এমন কতগুলো নেকী দেখবে যা সে আমল করেনি। সে বলবে : হে প্রভু! আমি এই নেকীগুলো অর্জন করিনি। তিনি বলবেন : লোকেরা তোমার নিন্দা করেছিল, তারই বদলে আমি এগুলো লিপিবদ্ধ করেছি। অপর এক বান্দার সামনে কিয়ামতের দিন তার আমলনামা খুলে দেয়া হবে। সে বলবে : হে প্রভু! আমি কি অমুক দিন অমুক পুণ্য করিনি? তখন তাকে বলা হবে, তুমি লোকদের নিন্দা করতে। ফলে সেসব পুণ্য তোমার আমলনামা হতে মুছে ফেলা হয়েছে।

গিবত থেকে মুক্তির উপায়ঃ

- অপরের কল্যাণ কামনা করা। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা করা।’
- অপরের অপরাধকে ক্ষমা করে দেয়া।
- কারও গীবত করে ফেললে
    - তার প্রশংসা করা।
    - তার জন্য দুআ ও ইস্তেগফার করা।
    - তাকে এ বিষয়টা জনিয়ে দিয়ে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। (তবে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা থাকলে কি করবেন?)।
- কারও সম্পর্কে কিছু বলতে মনে চাইলে চিন্তা করে নেয়া যে, এটা গীবত হয়ে যাচ্ছে না তো? যদি গীবতের পর্যায়ভুক্ত হয় তাহলে তা না বলা।
- গীবত হয়ে গেলে নিজে তওবা এস্তেগফার করা এবং ভবিষ্যতে আর গীবত না করার প্রতিজ্ঞা করা।
- গীবত কখনো ক্রোধ থেকে করা হয়, কখনও অহংকারের কারণে হয়, কখনও সম্মানের মোহ থেকে হয়, আবার কখনও হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থকরার জন্যে হয়ে থাকে। যে করণে গীবত হয় সে কারণের চিকিৎসা করা দরকার।

কখন গিবত করা যাবেঃ

(এক) কোনো প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারো দোষ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপযোগিতাটি শরিয়তসম্মত হতে হবে।

(দুই) কোনো অত্যাচারীর অত্যাচারের কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম।

(তিন) কারো সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে সংশোধনের জন্য তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা।

(চার) কোনো ঘটনা সম্পর্কে ফতোয়া গ্রহণের জন্য ঘটনার বিবরণ দান করা।

(পাঁচ) মুসলমানদেরকে কোনো ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার অবস্থা বর্ণনা করা।

(ছয়) কেউ যদি বিবাহের উদ্দেশ্যে কারও কাছে পাত্র বা পাত্রীর সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে বা জানতে চায়। তাহলে নিয়ম হল- দোষ-ত্রুটি থাকলে তা বলে দেয়া। তা গীবত হবে না। কারণ ওই পাত্র বা পাত্রীর দোষ-ত্রুটি এখন না বললেও বিয়ের পরে যখন প্রকাশ পাবে তখন দাম্পত্য জীবনে অনেক ফিৎনা-ফ্যাসাদ ও ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে ।

Surah Al Humazah

104 : 2/9

6181 / 6236

ٱلَّذِى	جَمَعَ	مَالًا	وَعَدَّدَهُۥ
REL	V	N	CONJ V PRON

Audio

'Allazee Jama-'a Mālanw -wa-'addadahu

যে ধনসম্পদ সঞ্চিত করে ও তা গণনা করে ।

Who collects wealth and counts it.

Word No.

- 5 / 00000 ➤ الَّذِي – The one who – (যে)
- 6 / 00000 ➤ جمع – collect – (সঞ্চিত / জমা / কুক্ষিগত করে)
- 7 / 00000 ➤ مَالًا – wealth – (অর্থ , ধন-সম্পদ)
- 8 / 00000 ➤ وَعَدَّدَهُ – and counts it – (ও তা গণনা করে / বার বার গণনা করে রাখে)

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে)

প্রথম বাক্যটির পর এই দ্বিতীয় বাক্যটি থেকে স্বতষ্ফূর্তভাবে এ অর্থই প্রকাশিত হয় যে,

- নিজের অগাধ ধনদৌলতের অহংকার অন্য মানুষদেরকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করতে উৎসাহিত করে ।
- ‘ গুণে গুণে রাখা ‘ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্পণ্য ও অর্থ লালসার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

অর্থ উপার্জনে আত্মনিয়োগ করা মুমিনদের জন্যে অত্যাবশ্যক।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

অর্থ: হে মুমিনরা! জুমাবারে যখন সালাতের দিকে ডাকা (আযান দেয়া) হয়, তখন তোমরা বিজনেস রেখে দ্রুত আল্লাহ্র যিক্র (সালাত)-এর দিকে আসো। এতেই রয়েছে তোমাদের জন্যে কল্যাণ যদি তোমরা জ্ঞান খাটাও। অতপর সালাত শেষ হবার সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ো জমিনে (তোমাদের পেশায়) এবং সন্ধান করো আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা), আর বেশি বেশি আলোচনা করো আল্লাহ্র কথা। এভাবেই অর্জন করবে তোমরা ফালাহ (কল্যাণ ও সাফল্য)। (সূরা ৬২ জুমুয়া : আয়াত ৯-১০)

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

অর্থ : আমি তোমাদের নিদ্রাকে বানিয়ে দিয়েছি বিশ্রাম ও প্রশান্তি লাভের উপায়। রাতকে বানিয়ে দিয়েছি আবরণ। আর দিনকে বানিয়ে দিয়েছি জীবিকা উপার্জনের উপযুক্ত সময়। (সূরা ৭৮ নাবা : আয়াত ৯-১১)

হালাল ও বৈধ উপার্জনকারীর পরকালীন সাফল্য

জাবির রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

- رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا شْتَرٰى وَاِذَا قْتَضٰى

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা ঐ উপার্জনকারীর প্রতি রহম করেন, যে বেচা কেনা এবং পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হয়। (সহীহ বুখারি : ব্যবসা বাণিজ্য অধ্যায়)

আবু সায়ীদ খুদরি রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

- اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

অর্থ: সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (পরকালে) নবী, সিদ্দিক এবং শহীদগণের সংগি হবে।” (তিরমিযি, দারেমি, দারু কুতনি, ইবনে মাজাহ। মিশকাত শরীফ হাদিস নম্বর : ২৬৭৪)

আলী রা. বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : “যেদিন আল্লাহ্র আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবেনা, সেদিন সেই ছায়ায় ঐ ব্যক্তিকে স্থান দেয়া হবে, যে আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকার) সন্ধানে বের হয় এবং তা সংগ্রহ করে পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসে।” (মুসনাদে যায়েদ ইবনে আলী, Economic Teaching of Prophet Muhammad 3:3)

হারাম ও অবৈধ উপার্জনের ভয়াবহ পরিণতি

আবু বকর রা. বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

- لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِىَ بِالْحَرَامِ

অর্থ: যে শরীর (যে ব্যক্তি) হারাম (উপার্জন ভোগ) দ্বারা লালিত ও বিকশিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (বায়হাকি, মিশকাত হাদিস নম্বর ২৬৬৭)

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

- اِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَّ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللهَ اَمَرَ الْمُؤمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوْا صَالِحًا وَّقَالَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَ مَطْعَمُه حَرَامٌ وَّمَشْرَبُه حَرَامٌ وَّمَلْبَسُه حَرَامٌ وَّغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ

অর্থ: আল্লাহ উত্তম-পবিত্র। তিনি উত্তম এবং পবিত্র (পন্থা ও বস্তু) ছাড়া গ্রহণ করেন না। তিনি মুমিনদের সেই নির্দেশই দিয়েছেন, যে নির্দেশ দিয়েছেন রসূলগণকে। তিনি তাদের বলেছেন : 'হে রসূলরা! তোমরা উত্তম ও পবিত্র জীবিকা আহার করো, ভোগ করো এবং আমলে সালেহ করো।' তিনি আরো বলেছেন : 'হে মুমিনরা! আমার প্রদত্ত উত্তম ও পবিত্র জীবিকা ভোগ-আহার করো।' অতপর রসূলুল্লাহ সা. বললেন : দেখো, এক ব্যক্তি দূর দুরান্ত সফর করে আসে। তার চুল এলোমেলো, দেহ ধূলোমলিন। সে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করে : 'হে প্রভু, হে প্রভু!' অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম (অর্থাৎ হারাম উপার্জনের), হারাম উপার্জনই সে ভোগ করে। কী করে কবুল হবে তার দোয়া? (সহীহ মুসলিম, মিশকাত হাদিস নম্বর ২৬৪০)

যে প্রক্রিয়ায় ব্যয় বিনিয়োগ করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ :

০১. সুদী কারবারে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। (আল কুরআন ২ : ২৭৫)

০২. জুয়া খেলায় বিনিয়োগে নিষিদ্ধ। (আল কুরআন ৫ : ৯০)

০৩. ভাগ্য গণনায় ব্যয় নিষিদ্ধ। (আল কুরআন ৫ : ৯০)

০৪. ব্যভিচারের কাজে ব্যয় নিষিদ্ধ। (আল কুরআন ২৪ : ২,৩৩)

০৫. সর্বপ্রকার অশ্লীলতা প্রসারকারী কাজ কারবারে ব্যয় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। (আল কুরআন ২৪ : ১৯)

০৬. সর্বপ্রকার ধোকা প্রতারণার কাজে ব্যয় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। (হাদিস : যে প্রতারণা করে, সে আমার লোক নয়)।

০৭. ঘুষ প্রদান নিষিদ্ধ। (আল কুরআন ২ :১৮৮)

০৮. মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাষ্কর্য তৈরি ও ক্রয়ে ব্যয় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ।

০৯. সর্বপ্রকার হারাম জিনিস ক্রয়ে ব্যয় করা নিষিদ্ধ। বিনিয়োগও নিষিদ্ধ।

১০. ক্ষতিকর জ্ঞানার্জনে ও প্রশিক্ষণে ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

১১. ভেজাল ও নকল ব্যবসায় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ।

১২. অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের নিয়্যতে ধার-করজ-ঋণ প্রদান নিষিদ্ধ।

১৩. খোঁটা দেয়ার উদ্দেশ্যে বা জশ, খ্যাতি ও সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে দান করা নিষিদ্ধ।

১৪. প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বা দান না করে কৃপণতা করা নিষিদ্ধ।

১৫. সর্বস্ব দান করে ফেলা বা ব্যয় করে ফেলা নিষিদ্ধ।

১৬. অর্থ-সামগ্রী অপচয় (overuse) করা নিষিদ্ধ।

১৭. অর্থ সম্পদ অপব্যয় (misuse) করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিষিদ্ধ খাতে ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

১৮. কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

১৯. ভালো কাজের বিরোধিতা বা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

২০. ইসলামের বিরোধিতা করা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কাজে ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

২১. যে কোনো ক্ষতিকর, অকল্যাণকর এবং সামাজিক ও সামষ্টিক অনিষ্টকর কাজে ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের জন্য ব্যয়

- لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ

অর্থ: তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করবেনা, যতোক্ষণনা তোমাদের পছন্দের জিনিস দান করো। (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৯২

- مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ

অর্থ: যারা নিজেদের অর্থ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের (দানের) উপমা একটি শস্যবীজ, যা উৎপাদন করে সাতটি শীষ এবং প্রত্যেক শীষে শতদানা। (এভাবেই) যাকে ইচ্ছা আল্লাহ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। তিনি মহা প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞানী। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২৬১)

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ

- অর্থ: পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে প্রকৃত পক্ষে পুণ্য নেই। প্রকৃত পুণ্যের কাজ হলো, মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল কিতাবের প্রতি, নবীদের প্রতি; আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ সম্পদ দান করবে আত্মীয় স্বজনকে, এতিমদেরকে, অভাবীদেরকে, পথিকদেরকে, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে এবং মানুষকে গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার কাজে; এছাড়া সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিয়ে দেবে। সূরা ২ : ১৭৭

ইসলামি অর্থনীতি চর্চা করতে ক'টি পরামর্শ

১. অর্থনীতিকে একক বা স্বতন্ত্র কোনো শাস্ত্র হিসেবে চিন্তা করবেন না। অর্থ এবং অর্থনীতিকে মানব জীবন ও জীবন-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য কাঠামোর একটি অংশ হিসেবে ভাবুন।

২. আপনার দেহের একটি অংগকে যেমন অযথা অন্য অংগের উপর প্রধান্য দেয়া উচিত নয়, তেমনি অর্থ এবং অর্থনীতিকে আপনার জীবন ও জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য বিভাগের উপর অযথা অগ্রাধিকার দিতে যাবেন না। সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভংগি ও নীতি অবলম্বন করুন।

৩. ইসলামি অর্থনীতিকে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ ও বিভাগ হিসেবে গ্রহণ করুন।

৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থার নীতি কাঠামো বুঝার জন্যে এক বা একাধিক বার মনোযোগ সহকারে আল কুরআন পাঠ (অধ্যয়ন, স্টাডি) করুন। সাথে সাথে অর্থ সম্পদ ও জীবিকা সংক্রান্ত আয়াতগুলো নোট করুন। সেই সাথে :

- ক. অর্থ সম্পদকে কিভাবে ঈমান, জীবন ব্যবস্থা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সাফল্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন এবং নোট করুন।
- খ. কি কি কারণ ও প্রক্রিয়ায় অর্থ সম্পদ মানব জীবনে ব্যর্থতা ও ধ্বংস ডেকে আনে সে বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন এবং নোট করুন।
- গ. অতপর আপনার মাথায় (মনের মনিকোঠায়) এবং খাতায় অংকিত ধারণাগুলোকে পয়েন্ট আকারে লিপিবদ্ধ করুন এবং চর্চা করুন।

৫. বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের 'অর্থ সম্পদ' ও 'ব্যবসা বাণিজ্য' সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো কুরআনের অনুরূপ পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করুন।

৬. কয়েকটি ফিকহ্ গ্রন্থ পড়ে নিন।

দ্বিতীয় অর্থঃসে মনে করে তার অর্থ -সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে ।

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে)

অর্থাৎ অর্থ জমা করার এবং তা গুণে রেখে দেবার কাজে সে এত বেশী মশগুল যে নিজের মৃত্যুর কথা তার মনে নেই । তার মনে কখনো এ চিন্তার উদয় হয় না যে, এক সময় তাকে এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে ।

রাসূল(সঃ) বলেছেন—

আদম সন্তান যদি দুটি মাঠ ভর্তি সম্পদের অধিকারী হয়ে যায় তাহলে সে তৃতীয় মাঠ ভর্তি সম্পদ খুঁজে বেড়াবে। আদম সন্তানের পেট-মাটি ছাড়া কোন কিছুই ভরতে পারে না। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

সহীহ মুসলিমঃ ২২৮৪ ৩য় খণ্ড

খরচ করো আর কত খরচ করলে তার হিসেব রেখোনা। আর যদি তাই করো তাহলে আল্লাহতা’আলাও তোমাদের গুনে গুনে দিবেন। আর জমা করে রেখো না তাহলে আল্লাহও জমা করে রাখবেন(অর্থাৎ আল্লাহও তোমাকে দিবেন না।)

সহীহ মুসলিমঃ ২২৪৬ ৩য় খণ্ড

মহান আল্লাহতা’আলা বলেছেন-

- এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্য-শোভা মাত্র । আসলে তো স্থায়িত্ব লাভকারী সৎকাজগুলোই তোমার রবের কাছে ফলাফলের দিক দিয়ে উত্তম এবং এগুলোই উত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হবার মাধ্যম। সূরা কাহফঃ ৪৬

- এবং জেনে রেখো, তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী । আর আল্লাহর কাছে প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই আছে। সূরা আনফালঃ ২৮

- … … … হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, আমার রব যাকে চান প্রশস্ত রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোপা দান করেন কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এর প্রকৃত তাৎপর্য জানে না । তোমাদের এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে; হ্যাঁ, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে ।এরাই এমন লোক যাদের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান এবং তারা সুউচ্চ ইমারত সমূহে নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকবে । সূরা সাবাঃ ৩৫-৩৭

অর্থ উপার্যনের নির্দেশনা

অর্থ ব্যায়ের খাত সমুহঃ

প্রথমদিকের আয়াতসমূহে যে চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে

গোনাহ্ তিনটি হচ্ছেঃ
(১) গীবত অর্থ্যাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা, (২) সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা
এবং (৩) অর্থলিপ্সা।
এর মধ্যে প্রথম দু'টি গোনাহ্ হচ্ছে অত্যন্ত জঘন্যতম। ”

বাকী আয়াতগুলোতে তাদের পরিনতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে হেফাজত করুন।

Surah Al Humazah

104 : 4/9

6183 / 6236

ٱلْحُطَمَةِ فِى لَيُنۢبَذَنَّ كَلَّا

N P EMPH V EMPH AVR

Audio

Kallā La-yumbazanna Fi Al-Hutamatih

কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় ।

No ! He will surely be thrown into the Crusher.

Word No.

13 / 00000 ➤ كَلَّا – No! / Nay! / without doubt – (কখনও না)

14 / 00000 ➤ لَ يُنۢبَذَنَّ – surely He will be thrown – (অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে)

15 / 00000 ➤ فِي – in / into – (মধ্যে)

16 / 00000 ➤ فِي الْ حُطَمَة – into the Crusher – (পিষ্টকারীর মধ্যে)

كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে, চূর্ণ – বিচূর্ণকারী জায়গায়

আসলে বলা হয়েছে (আরবী –لَيُنْبَذَنّ–) । আরবী ভাষায় কোন জিনিসকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া অর্থে এটা ব্যবহার করা হয়। এ থেকে আপনা আপনি এই ইংগিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে , নিজের ধনশালী হওয়ার করণে সে দুনিয়ায় নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করে ।

- কিয়ামতের দিন তাকে ঘৃণাভরে জাহান্নামে ছুঁড়ে দেয়া হবে ।
- আবু লাহাবের মত দুনিয়াতেও অনেক-কে ঘৃণা ভরে ছুড়ে ফেলা হয়।

Surah Al Humazah

104 : 5/9

6184 / 6236

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ

N	INTG	PRON	V	INTG	REM

Audio

Wa mâ 'Adrāka Mā Al-Hutamatuh

আর কিসে তোমাকে জানাল, হুতামা কি ?

And what can make you know what is the Crusher?

Word No.

- 17 / 00000 ➤ وَمَا – and What – (আর কি / কিসে)
- 18 / 00000 ➤ أَدْرَاكَ – will make you know – (তোমাকে জানাবে / জানাল)
- 19 / 00000 ➤ مَا – what – (কি)
- 20 / 00000 ➤ مَا الْ حُطَمَة – what the crusher is – (পিষ্টকারী / চূর্ণবিচূর্ণকারী কি ?)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি?)

মূলে হুতামা (আরবী -لْحُطَمَةُ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । এর মূল হাতম ।

হাতম মানে

- **ভেঙ্গে ফেলা,**
- **পিষে ফেলা ও**
- **টুকরা টুকরা করে ফেলা ।**

জাহান্নামকে হাতম নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে , তার মধ্যে যা কিছু ফেলে দেয়া হবে তাকে সে নিজের গভীরতা ও আগুনের কারণে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে রেখে দেবে ।

Surah Al Humazah

104 : 6/9

6185 / 6236

نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ

N PN ADJ

Audio

Nāru ALLāhi Al-mouqadatuh

[এটা] আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি,

It is the fire of Allah , [eternally] fueled,

Word No.

21 / 00000 ➤ نَارُ – A fire – (অগ্নি)

22 / 00000 ➤ نَارُ اللَّهِ – A fire of Allah – (আল্লাহর অগ্নি)

23 / 00000 ➤ الْمُوقَدَةُ – [eternally] fueled – (প্রজ্বলিত)

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি,

কুরআন মজীদের একমাত্র এখানে ছাড়া আর কোথাও জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহর আগুন বলা হয়নি । এখানে এই আগুনকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে কেবলমাত্র এর প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতারই প্রকাশ হচ্ছে না । বরং এই সংগে এও জানা যাচ্ছে যে , দুনিয়ার ধন – সম্পদ লাভ করে যারা অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় মেতে ওঠে তাদেরকে আল্লাহ কেমন প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন । এ কারণেই তিনি জাহান্নামের এই আগুনকে নিজের বিশেষ আগুন বলেছেন এবং এই আগুনেই তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

Surah Al Humazah

104 : 7/9

6186 / 6236

ٱلْأَفْـِٔدَةِ عَلَى تَطَّلِعُ ٱلَّتِى

N P V REL

Audio

'Allatee Tattali-'u 'Ala Al-'Af-' idatih

যা হৃদয়ের উপর পর্যন্ত পৌঁছবে ।

Which leaps up over the hearts.

Word No.

24 / 00000 ➤ اَلَّتِي – Which – (যা) [REL = Relative pronoun]

25 / 00000 ➤ تَطَّلِعُ – leaps up / mounts up – (পৌঁছবে, গ্রাস করবে)

26 / 00000 ➤ عَلَى – upon – (উপরে) [ভাবার্থে – হৃদয়ের অভ্যন্তরে]

27 / 00000 ➤ عَلَى الْ أَفْئِدَة – over the hearts – (হৃদয়ের উপর / উপর পর্যন্ত) [Plural]

فُؤَادٌ – fu'ad (Singular) – heart – (হৃদয়, দিল, অন্তর)

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে।

- হৃদয় পর্যন্ত এই আগুন পৌঁছবার একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, এই আগুন এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে মানুষের অসৎচিন্তা , ভুল আকীদা – বিশ্বাস , অপবিত্র ইচ্ছা , বাসনা , প্রবৃত্তি , আবেগ এবং দুষ্ট সংকল্প ও নিয়তের কেন্দ্র ।

- এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে , আল্লাহর এই আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো অন্ধ হবে না । সে দোষী ও নির্দোষ সবাইকে জ্বালিয়ে দেবে না । বরং প্রত্যেক অপরাধীর হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে সে তার অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে এবং প্রত্যেককে তার দোষ ও অপরাধ অনুযায়ী আযাব দেবে ।

জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাই বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ জ্বলে-পুড়ে ভষ্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয় জ্বলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয়-দহনের তীব্র যন্ত্রনা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে । ”

Surah Al Humazah

104 : 8/9

6187 / 6236

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ

N — PRON P — PRON ACC

Audio

'Innahā 'Alayhim Mu'-sadatunh

নিশ্চয়ই তাদের উপর তা পরিবেষ্টিত ।

Surely it shall be closed over upon them.

Word No.

28 / 00000 ➤ إِنَّ هَا – indeed / surely, it – (নিশ্চয়ই, তা)

29 / 00000 ➤ عَلَيْ هِم –(will be) upon them – (তাদের উপর)

30 / 00000 ➤ مُّؤْصَدَةٌ – closed over – পরিবেষ্টিত , বন্ধ, ভাঁজকৃত

[এমন কোন স্থান যার চারিদিক থেকে উঁচু দেয়ালে ঘেরা এবং ঢাকনা আবৃত যেখান থেকে কেউ / কোন প্রাণী পালিয়ে যেতে পারে না এবং ভিতরের সৃষ্ট গরম উত্তাপ ও বের হতে পারে না ।

Mu'sadah - *Eesaad* is a place where animals are kept locked up and secured.

moosada = high wall so the animals dont escape. Eesaad is also a lid or top you place on top of a pan to keep it secure and the heat does not escape out of.]

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ তা তাদের ওপর ঢেকে দিয়ে বন্ধ করা হবে,

অপরাধীদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে ওপর থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হবে ।

কোন দরজা তো দূরের কথা তার কোন একটি ছিদ্রও খোলা থাকবে না।

Surah Al Humazah

104 : 9/9

6188 / 6236

مُّمَدَّدَةٍ عَمَدٍ فِي

ADJ N P

Audio

Fee 'Amadinm -mumaddadatinh

লম্বা লম্বা খুঁটিতে।

In extended columns.

Word No.

31 / 00000 ➤ فِي – in – (মধ্যে, ভিতরে) [P = Preposition]

32 / 00000 ➤ عَمَدٍ فِي – in columns – (খুঁটিতে, স্তম্ভে) [Plural]

33 / 00000 ➤ مُّمَدَّدَة – extended – (লম্বা লম্বা, দীর্ঘায়িত)

عِمَاد – (Singular - 'Imad) column, pillar – (দীর্ঘ, বড় খুঁটি, স্তম্ভ)

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ লম্বা লম্বা খুঁটিতে।

- এর একটি মানে হচ্ছে , জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর উঁচু উঁচু থাম গেঁড়ে দেয়া হবে ।
- এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,এই অপরাধীরা উঁচু উঁচু থামের গায়ে বাঁধা থাকবে ।
- এর তৃতীয় অর্থ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন , এই আগুনের শিখাগুলো লম্বা লম্বা থামের আকারে ওপরের দিকে উঠতে থাকবে ।

আবু হুরায়রা(রা) থেকে বর্ণিত। নবী(সঃ) বলেছেন—জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করার পর তা লাল হয়ে যায়। অতঃপর এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করার পর তা সাদা বর্ণ ধারন করে। পুনরায় এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করার পর তা কালো রঙ ধারন করে। বর্তমানে তা কালো ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তিরমিযীঃ ২৫২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ ١

১. ধ্বংস প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য, যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে;

الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ ٢

২. যে অর্থ জমায় ও তা গণনা করে রাখে;

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ ٣

৩. সে মনে করে যে, তার অর্থ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে;

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ ٤

৪. কখনো নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়;

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ ٥

৫. আর তুমি কি জানো হুতামা কী?

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ ٦

৬. (এটা) আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন,

الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ؕ ٧

৭. যা হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে।

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ ٨

৮. নিশ্চয়ই তা' (আগুন) তাদের ওপর দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে।

فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ٩

৯. উঁচু উঁচু স্তম্ভসমূহে।

সূরা আল হুমাযাহ্‌র শিক্ষা

১. যারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদের অহংকারে মত্ত হয়ে অন্যদের পেছনে অপবাদ রটায় বা অন্যদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সামনে মুখের ওপর অপমান ও লাঞ্ছনাদায়ক কথাবার্তা বলে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসের সতর্কবাণী।

২. যে কোনো উপায়ে হোক না কেন অর্থ-সম্পদকে কৃপণতার মাধ্যমে কুক্ষিগত করে রাখা এবং সময়ে সময়ে তা হিসেব করে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা হীন মানসিকতার পরিচায়ক। এ ধরনের মানসিকতা পরিত্যাজ্য।

৩. আখেরাতে তো বটেই, দুনিয়াতেও এসব সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়কারীর শান্তির উপকরণ না হয়ে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং অধিক সম্পদ কুক্ষিগত করে না রেখে মানুষের উপকার সাধনে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৪. আখেরাতের কঠিন আযাবের কথা স্মরণ করে তা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের সার্বিক শক্তি-সামর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথে নিয়োজিত করা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। কারণ সেখানে আযাব থেকে রেহাই পাওয়াই চূড়ান্ত সফলতা।